বিদ‘আত পরিচিতির মূলনীতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিদ‘আতের মৌলিক নীতিমালা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

দ্বাদশ নীতি

যে সকল আকীদা কুরআন ও সুন্নায় আসে নি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয় নি, সেগুলো বিদ‘আতী আকীদা হিসেবে শরী‘আতে গণ্য।

উদাহরণ:

১. সুফী তরীকাসমূহের সে সব আ কীদা ও বিষয়সমূহ যা কুরআন ও সুন্নায় আসে নি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয় নি।

ইমাম শাতিবী রহ. বলেন, “তন্মধ্যে রয়েছে এমন সব অলৌকিক বিষয় যা শ্রবণকালে মুরিদদের উপর শিরোধার্য করে দেওয়া হয়। আর মুরীদের কর্তব্য হল যা থেকে সে বিমুক্ত হয়েছে পুনরায় পীরের পক্ষ থেকে তা করার অনুমতি ও ইঙ্গিত না পেলে তা না করা.....এভাবে আরো অনেক বিষয় যা তারা আবিষ্কার করেছে, সালাফদের প্রথম যুগে যার কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।”[1]

২. আল্লাহর যাতী গুণাবলীর ক্ষেত্রে [2]الجهة বা দিক-নির্ধারণ الجسم বা শরীর ইত্যাদি সার্বিকভাবে সাব্যস্ত করা কিংবা পুরোপুরি অস্বীকার করা বিদ‘আত হিসেবে গণ্য। কেননা কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের কোথাও এগুলোকে সরাসরি সাব্যস্ত কিংবা অস্বীকার কোনোটাই করা হয় নি।

এ সম্পর্কে ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহ. বলেন, “সালাফের কেউই আল্লাহর ব্যাপারে الجسم বা শরীর সাব্যস্ত করা কিংবা অস্বীকার করার বিষয়টি সম্পর্কে কোনো বক্তব্য প্রদান করেননি। একইভাবে আল্লাহর সম্পর্কে الجواهر বা মৌলিক বস্তু এবং التحيز বা অবস্থান গ্রহণ অথবা অনুরূপ কোনো বক্তব্যও তারা দেন নি। কেননা এগুলো হলো অস্পষ্ট শব্দ, যদ্দ্বারা কোনো হক প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বাতিলও প্রমাণিত হয় না।.....বরং এগুলো হচ্ছে সে সকল বিদআতী কালাম ও কথা যা সালাফ ও ইমামগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।”[3]আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত মুজমাল ও অস্পষ্ট শব্দমালার সাথে সালাফে সালেহীনের অনুসৃত ব্যবহারিক নীতিমালা কী ছিল সে সম্পর্কে ইমাম ইবন আবিল ইয আল-হানাফী রহ. বলেন, “যে সকল শব্দ (আল্লাহর ব্যাপারে) সাব্যস্ত করা কিংবা তার থেকে অস্বীকার করার ব্যাপারে নস তথা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে তা প্রবলভাবে মেনে নেওয়া উচিত। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম যে সকল শব্দ ও অর্থ সাব্যস্ত করেছেন আমরা সেগুলো সাব্যস্ত করব এবং তাদের বক্তব্যে যে সব শব্দ ও অর্থকে অস্বীকার করা হয়েছে আমরাও সেগুলোকে অস্বীকার করবো। আর যে সব শব্দ অস্বীকার করা কিংবা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কিছুই আসে নি (আল্লাহর ব্যাপারে) সে সব শব্দের ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য যদি বক্তার নিয়তের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে অর্থ শুদ্ধ, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। তবে সে বক্তব্য কুরআন-হাদীসের শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়, মুজমাল ও অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে নয়..... ।”[4]

>

ফুটনোট

[1] আল-‘ইতিসাম ১/২৬১

[2] তবে দিক নির্ধারণ না করলেও العلو جهة বা উপরের দিক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এটা কুরআন ও হাদীসের হাজার হাজার ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য جهة শব্দটি ব্যবহার না করা। উপরের দিক প্রতিটি মুসলিমই সাব্যস্ত করে থাকেন। [সম্পাদক]

[3] মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া ৩/৮১

[4] শারহু আল-‘আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, পৃঃ২৩৯, আরো দেখুন পৃ. ১০৯-১১০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9918

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন